বিষয়বস্তুঃ রমাযান মাস আমাদের কাছে কী চায়

শা’বান মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৪ শা’বান ১৪৪৪ হিজরী, ১৭ মার্চ ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৮৯

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শা’বান মাসের ২৪ তারিখ, শেষ জুমুআ। আর ৫/৬ দিন পরে আসছে রমাযান মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসকে নিজের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। রমাযান মাসে আল্লাহ তায়ালা এত কল্যাণ ও বরকত রেখেছেন যা আমরা ধারণা করতে পারব না। যে মাস পাওয়ার আশায় মু’মিন ব্যক্তিরা অধির আগ্রহে থাকেন।

লাতায়ীফুল মাআরিব কিতাবে ১৪৮ পৃঃ আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ) লিখেছেন, বুযুর্গানে দ্বীনেরা ছয় মাস আগে থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করতেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রমাযান পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আর রমাযানের ইবাদত-উপাসনা কবূল করার জন্যে আরও ৬ মাস দুআ করতেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে রমাযান মাস আগমনের সুসংবাদ দিতেন ও রমাযানের ফযীলত সম্পর্কে অবগত করাতেন। যাতে তাঁরা আগে থেকেই রমাযানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত হয়ে রমাযানের জন্য প্রস্তুত থাকেন ও এ মুবারক মাসের কোন সময় যেন বেকার না যায়। তাই আজ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব যে রমাযান মাস আমাদের কাছে কী চায়, কীভাবে আমরা এ মুবারক মাস অতিবাহিত করব।

প্রথমে আমরা রমাযানের ফযীলতে দুটি হাদীস জেনে রাখি।

প্রথম হাদীসঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

"যখন রমাযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্দ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।" সহীহ বুখারীর ৩২৭৭ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শ্রোতামন্ডলী ! رمضان শব্দটি رمض থেকে গঠিত। যার মানে পুড়ে যাওয়া। যেহেতু রমাযান মাসে মু'মিন লোকদের গোনাহ পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তাই এ মাসের মান রমাযান রাখা হয়েছে। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাসে আল্লাহ তায়ালার ৩টি বিশেষ রহমতের কথা বর্ণনা করেছেনঃ প্রথম কথাঃ জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। অন্য এক হাদীসে আছে, আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। মুহাদ্দিসগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ রমাযান মাসে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি অশেষ রহমত নাযিল করেন। আর মানুষেরা যে সব নেক আমল করে তা বিনা বাধায় আসমানে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয়

কথাঃ জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়। আল্লামা মুনাবী (রহ) ফইযুল কদীর কিতাবে লিখেছেন, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করার অর্থ হল রোযাদারগণ গোনাহের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। আর যদি সগীরা গোনাহ হয়ে যায় তা রোযার বরকতে মাফ হয়ে যায়। তৃতীয় কথাঃ শয়তানদের বেঁধে রাখা হয়। যার কারণে তারা মানুষের সৎকাজে বাঁধা দিতে পারে না।

দ্বিতীয় হাদীসঃ শুআবুল ঈমানের ৩৩৩১ নম্বর হাদীসে হযরত জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ রমাযান মাসে আমার উম্মতকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নিঃ (১) রমাযান মাসের প্রথম রাতে আল্লাহ তায়ালা মু'মিন বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা যার দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন, তাকে তিনি কখনও আযাব দেবেন না। (২) রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মুশ্‌ক অম্বর থেকেও উত্তম। (৩) ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য প্রত্যেকদিন মাগফিরাতের

দুআ করেন। (৪) আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে আদেশ দিয়ে বলেনঃ তুমি আমার বান্দাদের জন্য সজ্জিত ও প্রস্তুত হয়ে যাও। অতি শিঘ্রই আমার বান্দারা দুনিয়ার কষ্ট ক্লান্তি থেকে আমার সম্মান জনক ঘরে বিশ্রাম নেবে। (৫) রমাযানের শেষ রাতে আল্লাহ তায়ালা সকলকে ক্ষমা করে দেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেটা কি কদরের রাত? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ না, কর্মচারী যখন কাজ শেষ করে তখন সে পারিশ্রমিক পেয়ে যায়।

রমাযান মাসে রোযা রাখা ও রাত্রে তারাবীহ পড়া এ দু'টি আমল তো আমরা সকলেই জানি এবং এর প্রতি আমলও করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, কেবল এ দু'টি আমলই হল রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, রমাযানে রোযা রাখলাম, রাত্রে তারাবীর নামায পড়লাম ব্যস, রমাযানের হক আদায় হয়ে গেল। এমন ধারনা একেবারে ভুল। মনে রাখবেন, রমাযান মাস আমাদের কাছ থেকে রোযা ও তারাবীহ ছাড়া আরও অন্যান্য আমলের দাবি রাখে। রমাযান মাস আমাদের কাছে কী চায় তা জানতে হলে

আমাদের স্মরণ করতে হবে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"আমি মানুষ এবং জ্বিন সম্প্রদায়কে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" বোঝা গেল, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা। সুতরাং দরকার ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদত ছাড়া কোন কাজ না করা। আর সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন।" যখন আমাদের জান ও মাল আল্লাহ তায়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন, তখন এ জান আমাদের নয়। আর যেহেতু এ জান আমাদের নয়, তাই দরকার ছিল যে, আমাদের শরীরকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় না করা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়া দেখুন, তিনি আমাদের জান ও মাল জান্নাতের মত চিরস্থায়ী সম্পদ দ্বারা কিনে নিয়েছেন। আবার এ জান ও মাল আমাদেরকে এ

ভাবে ফেরত দিয়েছেন যে, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও কিছু বিধি বিধান মেনে তোমরা আয় রোজগার কর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, বান্দারা যখন দুনিয়াবী কাজ-কর্মে মশগূল হবে, তখন তাদের মধ্যে পরকালের ব্যাপারে গাফেলতি পয়দা হবে। তাই এ গাফলতি দূর করার জন্যে তিনি কিছু কিছু সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই সব সময়ের মধ্যে একটি হল রমাযান মাস। বছরের ১১ টি মাস আমরা চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে থাকি। তাই আল্লাহ তায়ালা রমাযান মাসে মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

মুসল্লী ভাই সকল ! মুসনাদে আহমাদের ২৩৪৯১ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَيُنَادِي فِيهِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانَ

“রমাযান মাসে প্রতি রাতে একজন ফেরেশতা ঘোষনা করে বলেনঃ হে সৎকাজের প্রত্যাশী এগিয়ে এসো। হে অসৎ

কাজের প্রত্যাশী ক্ষান্ত হও। রমাযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত এমন ঘোষনা দিতে থাকে।” অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে পেতে চাও, তার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হতে চাও, তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগকে হাত ছাড়া না করে বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে তাঁর মাহবূব বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর হে গোনাহের প্রতি অভ্যস্ত লোকেরা, সংযত হও। গোনাহের কাজ বর্জন করে আল্লাহর আনুগত্যে মশগূল হয়ে যাও। নিজের কৃত গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সুধীবৃন্দ ! এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, রমাযান মাস ইবাদতের মাস। সব রকম ইবাদত এ মাসে বেশি বেশি করতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামগণ এ মাসে এত বেশি ইবাদত করতেন যে, তাঁদের গায়ের রং পরিবর্তন হয়ে যেত। দুনিয়াবী কাজ-কর্ম কম করে দিতেন।

রমাযান মাসের কিছু বিশেষ আমলঃ

(১) রমাযান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল রোযা রাখা। সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" রোযাদারকে কী প্রতিদান দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৭০৫৪ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।"

অনুরূপভাবে, সহীহ বুখারীর ১৯১০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাযানের রোযা রাখবে, তার বিগত সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

(২) তারাবীর নামায পড়াঃ সহীহ মুসলিমের ৭৫৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“যে ব্যক্তি ঈমানের হালাতে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কিয়ামে রমাযান অর্থাৎ, তারাবীর নামায পড়বে, তার বিগত সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।”

(৩) কুরআন তিলাওয়াতঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমান কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তারীখে দিমাশকের ৬০২৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীজি আল্লাহ তায়ালার কাছে রমাযান মাসে সুস্থতা ও নামায, রোযা এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

(৪) রমাযান মাসে ধৈর্য- সবর সহ সব কাজ করতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

هُوَ شَهْرُالصَّبْرِ

“রমাযান মাস ধৈর্য সবরের মাস।” সুতরাং, সর্বাবস্থায় ধৈর্য সবরের পরিচয় দেওয়া রমাযান মাসের একটি হক।

(৫) এ মাসে একে অপরের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা বেশি করতে হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ “রমাযান মাস সমবেদনা, ও সহযোগিতার মাস।”

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান মাসে আরও চারটি আমল বেশি বেশি করতে বলেছেন। তার মধ্যে দুটি আমল এমন যা দ্বারা আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারব। আর দুটি আমল এমন আছে যা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। যে দুটি আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন, তার মধ্যে প্রথমঃ কালিমায়ে শাহাদাত পড়া। আর দ্বিতীয় আমলঃ ইস্তেগফার করা। আর যে দুটি আমল ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, তার মধ্যে প্রথম হল, আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় হল, জাহান্নাম থেকে মুক্তি

চাওয়া। আল মাতালিবুল আলিয়া কিতাবের ১০৬ নম্বরে এ হাদীসটি লেখা আছে।

ভাই সকল ! এ পর্যন্ত আমরা রমাযান মাসের করণীয় বিশেষ বিশেষ আমলের কথা শুনছিলাম। এখানে

একটি কথা মনে রাখতে হবে, রমাযান মাস যেমন আমাদের কাছে বেশি বেশি নেক আমলের দাবি রাখে, অনুরূপভাবে, রমাযান মাসের এটাও দাবি যে, আমরা যেন গোনাহ বর্জন করি। গোনাহের কারণে নেক আমলের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। সহীহ বুখারীর ১৮০৪ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ না করে তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নেই।”

আর মুসনাদে আহমাদের ২৩৬৫৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, দু’জন মহিলা রোযায় ছিল। একজন সাহাবী এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ইয়া রসূলাল্লাহ ! দু’জন মহিলা রোযায় আছে, পিপাসার কারণে

তারা মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। নবীজি তার কথার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি। লোকটি পুনরায় এসে নবীজিকে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তারা মরনাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ তাদেরকে ডেকে আন। মহিলা দু'টি নবীজির কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বমি করতে বলেছিলেন। তারা বমি করলে সেই বমির সাথে রক্ত,মাংস ও পুঁজ বার হয়। তখন নবীজি বলেছিলেনঃ এরা দু'জন মানুষের গোসত খাচ্ছিল। অর্থাৎ গীবত করছিল। এসব হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, রোযা অবস্থায় গীবত পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহের কারণে রোযার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবেন, রমাযানের আমল সম্পর্কে আমরা যা কিছু শুনলাম, মুহাদ্দিসগণ বলেছেন এসবের প্রতি আমল করতে হলে রমাযান মাসে দুনিয়াবী কাজ যতটা সম্ভব হয় কম করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে হবে এটাই আমাদের কাছে রমাযান মাসের দাবী। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ

করি তিনি যেন আমাদের সকলকে রমাযানের যথাযথ হক আদায় করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল